[২০১৮] ১৪ এস.সি.আর.২২

এম/এস লার্সেন এবং টুব্রো লিমিটেড স্কমি ইঞ্জিনিয়ারিং বিএইচডি

বনাম

মুম্বই মেট্রোপলিটান অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

(২০১৭ সালের সালিসি আবেদন (সি) নং ২৮)

০৩রা অক্টোবর ,২০১৮

[আর. এফ. নরিম্যান এবং নভিন সিনহা, বিচারপতিদ্বয়]

সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ২(১)(চ)(ii), ২(১)(চ)(iii) এবং ১১ – আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি – মুম্বাই মেট্রোপলিটন রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এমএমআরডিএ) – উত্তরদাতা এবং একটি কনসোর্টিয়াম-আবেদনকারী (একটি ভারতীয় কোম্পানি এবং একটি মালয়েশিয়ান কোম্পানি সমন্বিত) এর মধ্যে একটি মনোরেল ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য চুক্তি – পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় – কনসোর্টিয়াম বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন দাবি করে এবং আইনের ধারা ১১-এর অধীনে আবেদন দাখিল করে – কনসোর্টিয়ামের মতে, সালিশি চুক্তির পক্ষগণের মধ্যে একজন যেহেতু ভারত ব্যতীত অন্য কোনো দেশে অন্তর্ভুক্ত একটি কর্পোরেট সংস্থা, তাই এটি আইনের ধারা ২(১)(চ)(ii)-কে আকৃষ্ট করবে এবং তারা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা (অর্থাৎ একটি ভারতীয় কোম্পানি এবং একটি মালয়েশিয়ান কোম্পানি) হিসাবে তাদের স্থিতির উপর নির্ভর করে – ন্যায্যতা – স্থির করে: একই চুক্তি থেকে উদ্ভূত একই পক্ষগণের মধ্যে অন্য একটি কার্যধারায়, হাইকোর্ট ২০.১০.২০১৬ তারিখের আদেশে সালিশকারীর আদেশ বহাল রেখেছিল যে সেই ক্ষেত্রে যে বিশেষ দাবি করা হয়েছিল তা কেবলমাত্র একটি কনসোর্টিয়াম হিসাবে করা যেতে পারে এবং দুটি পৃথক সত্তা হিসাবে নয় এবং যেহেতু কোনো আপিল করা হয়নি তাই উক্ত রায় পক্ষগণের মধ্যে চূড়ান্ত ছিল – সুতরাং, আবেদনকারীর তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে তাদের স্থিতির উপর নির্ভর করার কোনো সুযোগ নেই – এই পরিস্থিতিতে, আইনের ধারা ২(১)(চ)(iii)-এ উল্লিখিত অ-নিবন্ধিত "সমিতি" মামলার তথ্যের ভিত্তিতে আকৃষ্ট হয় এবং ধারা ২(১)(চ)(ii) নয় কারণ হাইকোর্টের রায় অনুসারে মালয়েশিয়ান সংস্থাটিকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে উল্লেখ করা যায় না – অধিকন্তু, ভারতীয় কোম্পানিটি প্রধান অংশীদার ছিল এবং কনসোর্টিয়াম চুক্তির অধীনে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে প্রধান অংশীদারের তাতে নির্ণায়ক ভূমিকা ছিল, কারণ এটি উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছিল এবং কনসোর্টিয়ামের কার্যালয় মুম্বাইয়ের ওয়াডালাতে ছিল এবং প্রধান সদস্য সালিশি কার্যধারার নেতৃত্ব দিয়েছিল –

মেসার্স এলএন্ডটি লিমিটেড স্কোমি ইঞ্জিনিয়ারিং বিএইচডি বনাম মুম্বাই মেট্রোপলিটন রিজন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ২৩

এই সবকিছুই এই সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে যে কনসোর্টিয়ামের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ভারতে পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে হয় এবং কোনো বিদেশী রাষ্ট্রে নয় – আইনের ধারা ২(১)(চ)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত কোনো "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি" নেই – সুতরাং, আইনের ধারা ১১-এর অধীনে দাখিল করা পিটিশন খারিজ করা হলো।

সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ২(১)(চ)(iii) – আলোচিত।

সালিশি পিটিশন খারিজ করে, আদালত

স্থির করে: ১. উত্তরদাতা মুম্বাই মেট্রোপলিটন রিজিওন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এমএমআরডিএ) বোম্বে হাইকোর্টের ২০.১০.২০১৬ তারিখের একটি আদেশের উপর নির্ভর করেছে, যেখানে একই পক্ষগণের মধ্যে, একই চুক্তি থেকে উদ্ভূত একটি অন্তর্বর্তীকালীন পুরস্কার, তারিখ ১৮.০৮.২০১৬, বিরোধিতা করা হয়েছিল। এই আদেশ সালিশকারীদের অন্তর্বর্তীকালীন পুরস্কার বহাল রেখেছিল এই মর্মে যে সেই ক্ষেত্রে যে বিশেষ দাবি করা হয়েছিল তা কেবলমাত্র একটি কনসোর্টিয়াম হিসাবে করা যেতে পারে এবং দুটি পৃথক সত্তা হিসাবে নয়। যেহেতু আবেদনকারী এই আদালতের কাছে এটিকে বিরোধিতা করেনি তাই সেই আদেশটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। [অনুচ্ছেদ ৩] [৩৩-সি-ডি]

২. বোম্বে হাইকোর্টের রায়ে যেমন বলা হয়েছে এবং যা পক্ষগণের মধ্যে বাধ্যতামূলক, তা স্পষ্ট যে উত্তরদাতার সাথে লেনদেন করার সময় আবেদনকারীর তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে তাদের স্থিতির উপর নির্ভর করার কোনো সুযোগ নেই এবং তাদের কেবলমাত্র একটি কনসোর্টিয়াম হিসাবে উত্তরদাতার সাথে লেনদেন করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৯] [৩৫-জি]

৩. এই পরিস্থিতিতে, এটা স্পষ্ট যে আইনের ধারা ২(১)(চ)(iii)-এ উল্লিখিত অ-নিবন্ধিত "সমিতি" এই মামলার তথ্যের ভিত্তিতে আকৃষ্ট হবে এবং ধারা ২(১)(চ)(ii) নয় কারণ বোম্বে হাইকোর্টের রায় অনুসারে মালয়েশিয়ান সংস্থাটিকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে উল্লেখ করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ ১০] [৩৫-এইচ; ৩৬-এ]

৪. আইনের ধারা ২(১)(চ)(iii) দুই ধরণের ভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে: "ব্যক্তিদের সংস্থা" থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক একটি "সমিতি"। উদাহরণস্বরূপ, আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ২(৩১)-এর অধীনে, "ব্যক্তি"-কে উপ-প্রকরণ (v)-এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, ব্যক্তিদের একটি সমিতি, বা ব্যক্তিদের একটি সংস্থা, তা অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক।

এই অর্থেই, ধারা ২(১)(চ)(iii)-এ একটি সমিতির উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে তাই দুই বা ততোধিক কর্পোরেট সংস্থা সমন্বিত একটি কনসোর্টিয়াম অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাদের মধ্যে অন্তত একজন ভারত ব্যতীত অন্য কোনো দেশে অন্তর্ভুক্ত একটি কর্পোরেট সংস্থা। [অনুচ্ছেদ ১১] [৩৬-বি-সি]

৫. এটা স্পষ্ট হবে যে "একটি কোম্পানি বা" অভিব্যক্তিটি বাদ দেওয়ার আগে, ধারা ২(১)(চ)(iii)-এ তিন ধরণের ভিন্ন ব্যক্তিকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যারা উক্ত উপ-প্রকরণের অধীনে পড়তেন। আইন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কারণের জন্য "একটি কোম্পানি বা" এই বাক্যবন্ধটি বাদ দেওয়ার কারণে এটি পরিবর্তিত হয় না। এটি আরেকটি কারণ যার জন্য "একটি সমিতি"-কে "ব্যক্তিদের সংস্থা"-এর সাথে পাঠ করা যায় না যা এটিকে অনুসরণ করে, কিন্তু এটি নিজেই একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র বিভাগ, যেমন উপরে উল্লিখিত আয়কর আইনের "ব্যক্তি"-র সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়। [অনুচ্ছেদ ১২] [৩৭-ডি-ই]

৬. এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় কোম্পানিটি প্রধান অংশীদার এবং কনসোর্টিয়াম চুক্তির অধীনে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড স্পষ্ট করে যে প্রধান অংশীদারের সত্যিই নির্ণায়ক ভূমিকা রয়েছে কারণ এটি উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ করে (নিঃসন্দেহে, অন্যান্য সদস্যদের সম্মতিতে); এবং কনসোর্টিয়ামের কার্যালয় মুম্বাইয়ের ওয়াডালাতে অবস্থিত এবং প্রধান সদস্য সালিশি কার্যধারার নেতৃত্ব দেবেন - এই সবকিছুই এই সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে যে এই কনসোর্টিয়ামের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ভারতে পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে হয় এবং কোনো বিদেশী রাষ্ট্রে নয়। [অনুচ্ছেদ ১৩] [৩৭-ই-জি]

৭. এই পরিস্থিতিতে, আইনের ধারা ১১-এর অধীনে দাখিল করা পিটিশন খারিজ করা হলো, কারণ আবেদনকারীর এই আদালতে আসার জন্য আইনের ধারা ২(১)(চ)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত কোনো "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি" নেই।[অনুচ্ছেদ ১৪] [৩৭-জি-এইচ]

টিডিএম ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউই ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, (২০০৮) ১৪ এসসিসি ২৭১ : [২০০৮] ৮ এসসিআর ৭৭৫ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০৮] ৮ এস. সি. আর ৭৭৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২

মেসার্স এলএন্ডটি লিমিটেড স্কোমি ইঞ্জিনিয়ারিং বিএইচডি বনাম মুম্বাই মেট্রোপলিটন রিজন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি [আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি]

২৫

দেওয়ানী মূল এখতিয়ারঃ ২০১৭ সালের সালিসি পিটিশন (সি) নং ২৮।

সালিস ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ১১ (৬) ধারার অধীনে একজন সালিসকারী নিয়োগের জন্য।

গোপাল জৈন, প্রবীণ আইনজীবী, অতুল শর্মা, লক্ষ্য খান্না, কু. প্রশান্তি রাও, গৌতম তালুকদার, আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী।

শ্যাম দিওয়ান, প্রবীণ আইনজীবী, প্রতাপ ভেনুগোপাল, এ. সর্না, কু. নিহারিকা, কু. রেম্যা রাজ, এম/এস কে. জে. জন অ্যান্ড কোং, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন

আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি।

১. সালিসি এবং সমঝোতা আইন , ১৯৯৬ (সংক্ষেপে 'আইন')-এর ধারা ১১-এর অধীনে এই আদালতে দাখিল করা বর্তমান পিটিশনটি ২০০৯ সালের ০১.০৯ তারিখে ওয়াডালা, মুম্বাইয়ের দুটি নির্দিষ্ট চিহ্নিত অংশে মনোরেল ব্যবস্থার পরিকল্পনা, নকশা, উন্নয়ন, নির্মাণ, উৎপাদন, সরবরাহ, পরীক্ষা এবং কমিশনিংয়ের কাজ, বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ একটি চুক্তির ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়েছে। এই চুক্তিতে একটি সালিশি ধারা রয়েছে, যা নীচে উল্লেখ করা হলো:

"দাবি, বিরোধ এবং সালিশি"

২০.১ ঠিকাদারের দাবি	যদি ঠিকাদার এই শর্তাবলীর কোনো ধারার অধীনে অথবা অন্যথায় চুক্তির সাথে সম্পর্কিত কোনো কারণে সমাপ্তির সময়ের কোনো বর্ধিতকরণ এবং/অথবা কোনো অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অধিকারী বলে মনে করেন, তবে ঠিকাদার দাবি উত্থাপনের কারণস্বরূপ ঘটনা বা পরিস্থিতি বর্ণনা করে নিয়োগকর্তা/নিয়োগকর্তার প্রতিনিধিকে বিজ্ঞপ্তি দেবেন। ঠিকাদার ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার বা অবগত হওয়া উচিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই এবং কোনো অবস্থাতেই ৩০ দিনের বেশি দেরিতে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত নয়। যদি ঠিকাদার উক্ত ৩০ দিনের মধ্যে দাবির বিজ্ঞপ্তি দিতে ব্যর্থ হন, তবে সমাপ্তির সময় বাড়ানো হবে না, ঠিকাদার অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অধিকারী হবেন না এবং নিয়োগকর্তা/নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি দাবির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত দায় থেকে অব্যাহতি পাবেন। অন্যথায়, এই উপ-প্রকরণটির নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে।

	ঠিকাদার চুক্তির দ্বারা প্রয়োজনীয় অন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি এবং দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক বিবরণও জমা দেবেন, যা এই ধরনের ঘটনা বা পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। ঠিকাদার এমন সমসাময়িক রেকর্ড রাখবেন যা কোনো দাবি প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে, হয় সাইটে অথবা নিয়োগকর্তা/নিয়োগকর্তার প্রতিনিধির কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো স্থানে। দায় স্বীকার না করে, নিয়োগকর্তা/নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি এই উপ-প্রকরণটির অধীনে কোনো বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর, রেকর্ড রাখা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং/অথবা ঠিকাদারকে আরও সমসাময়িক রেকর্ড রাখার নির্দেশ দিতে পারেন। ঠিকাদার নিয়োগকর্তা/নিয়োগকর্তার প্রতিনিধিকে এই সমস্ত রেকর্ড পরিদর্শন করার অনুমতি দেবেন এবং (যদি নির্দেশিত হয়) নিয়োগকর্তা/নিয়োগকর্তার প্রতিনিধিকে অনুলিপি জমা দেবেন। ঠিকাদার ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার (বা অবগত হওয়া উচিত হওয়ার) ৪৫ দিনের মধ্যে, অথবা ঠিকাদার কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং নিয়োগকর্তা/ নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো সময়ের মধ্যে, ঠিকাদার নিয়োগকর্তা/নিয়োগকর্তার প্রতিনিধিকে একটি সম্পূর্ণ বিস্তারিত দাবি পাঠাবেন যার মধ্যে দাবির ভিত্তি এবং দাবিকৃত সময়ের বর্ধিতকরণ এবং/অথবা অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের সম্পূর্ণ সমর্থনকারী বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি দাবির কারণস্বরূপ ঘটনা বা পরিস্থিতির একটি চলমান প্রভাব থাকে: (ক) এই সম্পূর্ণ বিস্তারিত দাবিটিকে অন্তর্বর্তীকালীন হিসাবে গণ্য করা হবে; (খ) ঠিকাদার মাসিক বিরতিতে আরও অন্তর্বর্তীকালীন দাবি পাঠাবেন, যেখানে পুঞ্জীভূত বিলম্ব এবং/অথবা দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ এবং নিয়োগকর্তা যুক্তিসঙ্গতভাবে যা চাইতে পারেন সেই ধরনের আরও বিবরণ উল্লেখ করা হবে; এবং

	(গ) ঘটনা বা পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট প্রভাব শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে, অথবা ঠিকাদার কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং নিয়োগকর্তা/নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো সময়ের মধ্যে, ঠিকাদার একটি চূড়ান্ত দাবি পাঠাবেন। দাবি বা পূর্ববর্তী দাবির সমর্থনে কোনো অতিরিক্ত বিবরণ পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে, অথবা নিয়োগকর্তা/নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ঠিকাদার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো সময়ের মধ্যে, নিয়োগকর্তা অনুমোদন সহ, অথবা অননুমোদন ও বিস্তারিত মন্তব্য সহ উত্তর দেবেন। তিনি প্রয়োজনীয় আরও কোনো বিবরণও চাইতে পারেন, তবে তা সত্ত্বেও তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে দাবির নীতিগুলির উপর তার উত্তর দেবেন। প্রতিটি অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদানে চুক্তির প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণিত দাবির পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যতক্ষণ না এবং যতক্ষণ না সরবরাহকৃত বিবরণ পুরো দাবি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হয়, ঠিকাদার কেবলমাত্র দাবির সেই অংশের জন্য অর্থ প্রদানের অধিকারী হবেন যা তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। নিয়োগকর্তা/নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি উপ-প্রকরণ ৩.৫ (নির্ধারণ) অনুসারে (i) সমাপ্তির সময়ের (যদি থাকে) বর্ধিতকরণ (তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বা পরে) উপ-প্রকরণ ৮.৪ [সমাপ্তির সময়ের বর্ধিতকরণ] অনুসারে, এবং/অথবা (ii) অতিরিক্ত অর্থ (যদি থাকে) যা ঠিকাদার চুক্তির অধীনে পাওয়ার অধিকারী, তা সম্মত বা নির্ধারণ করার জন্য অগ্রসর হবেন। এই উপ-প্রকরণের প্রয়োজনীয়তা অন্য কোনো উপ-প্রকরণের অতিরিক্ত যা কোনো দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। যদি ঠিকাদার কোনো দাবির ক্ষেত্রে এই বা অন্য কোনো উপ-প্রকরণ মেনে চলতে ব্যর্থ হন, তবে সময়ের কোনো বর্ধিতকরণ এবং/অথবা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান সেই ব্যর্থতা দাবির যথাযথ তদন্তে কতটা বাধা দিয়েছে বা ক্ষতি করেছে (যদি থাকে) তার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে

	যদি না এই উপ-প্রকরণের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অধীনে দাবিটি বাদ দেওয়া হয়।
২০.২ বিরোধটি সাইটে নিয়োগকর্তার প্রতিনিধির কাছে প্রেরণ এবং নিষ্পত্তি করতে হবে	যদি নিয়োগকর্তা এবং ঠিকাদারের মধ্যে চুক্তি, বা তার বিষয়বস্তু, বা কাজের সম্পাদন/সিস্টেমের কমিশনিং/ সিস্টেমের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত বা তার থেকে উদ্‌ভূত কোনো প্রকারের কোনো বিরোধ বা পার্থক্য দেখা দেয়, তা কাজের অগ্রগতি চলাকালীন/ সিস্টেমের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চলাকালীন হোক বা তাদের সমাপ্তির পরে হোক এবং চুক্তি বাতিল, পরিত্যাগ বা লঙ্ঘনের আগে বা পরেই হোক, তবে প্রথমত, উপরে উপ-প্রকরণ ১৪.৪-এর অধীনে বিধান সাপেক্ষে, তা সাইটের নিয়োগকর্তার প্রতিনিধির কাছে উল্লেখ করা হবে এবং তার দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে, যিনি, উভয় পক্ষের দ্বারা লিখিতভাবে অনুরোধ করার ৬০ দিনের মধ্যে, নিয়োগকর্তা এবং ঠিকাদারকে তার সিদ্ধান্তের লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেবেন। সাইটের নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি তার কাছে উল্লেখ করা বিরোধের বিষয়গুলি বিবেচনা করার সময়, যেকোনো রেকর্ড, ভাউচার, তথ্য তলব করতে এবং কোনো সমস্যা সমাধানের বা স্পষ্ট করার, পার্থক্য নিরসনের এবং তার কাছে উল্লেখ করা বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নিতে তাকে সহায়তা করার জন্য পক্ষদের ব্যক্তিগতভাবে বা অনুমোদিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন। অতঃপর যেমন বিধান করা হয়েছে, সালিশি সাপেক্ষে, এইভাবে উল্লেখ করা প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়োগকর্তা এবং ঠিকাদারের উপর চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক হবে, যারা কোনো পক্ষ সালিশিতে যায় বা যেতে ইচ্ছুক হোক না কেন যথাযথ যত্নের সাথে কাজের সম্পাদন/সিস্টেমের কমিশনিং/সিস্টেমের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (যেমন প্রযোজ্য) চালিয়ে যাবে। যদি সাইটের নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি নিয়োগকর্তা

	এবং ঠিকাদারকে তার সিদ্ধান্তের লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকেন এবং সেই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে নিয়োগকর্তা বা ঠিকাদারের কেউই তাকে সালিশির জন্য কোনো দাবি উল্লেখ করার কোনো ইঙ্গিত না পাঠান, তবে নিয়োগকর্তার প্রতিনিধির উক্ত সিদ্ধান্ত নিয়োগকর্তা এবং ঠিকাদারের উপর চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক থাকবে এবং তা তাদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। নিয়োগকর্তা বা ঠিকাদার এরপর আর কোনো সালিশি চাইবেন না।
২০.৩ বিরোধ সালিশের জন্য প্রেরণ	যদি সাইটের নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি, উপরে উল্লিখিতভাবে, অনুরোধ করার ৬০ দিনের মধ্যে তার সিদ্ধান্তের বিজ্ঞপ্তি দিতে ব্যর্থ হন অথবা যদি নিয়োগকর্তা বা ঠিকাদারের কেউই সাইটের নিয়োগকর্তার প্রতিনিধির কোনো সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন, তবেই বিরোধের বিষয়টি অতঃপর এখানে যেমন বিধান করা হয়েছে, সালিশির জন্য উল্লেখ করা হবে।
২০.৪ সালিশ এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় বিরোধ	বিরোধ বা পার্থক্যগুলি কেবলমাত্র তখনই সালিশির জন্য যোগ্য হবে যদি উপরে উপ-প্রকরণ ২০.২ এবং ২০.৩-এর শর্তাবলী পূরণ হয়। চুক্তিতে অন্যভাবে বিধান না থাকলে, পক্ষগণের মধ্যে উদ্ভূত নির্মাণ, পরিমাপ কার্যক্রম বা চুক্তির প্রভাব বা তার লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত বা তার থেকে উদ্ভূত সকল প্রকার বিরোধ বা পার্থক্য উপ-প্রকরণ ২০.৫-এ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।
২০.৫ সালিসকারী/ একক সালিসকারীর মনোনয়ন	যে বিষয়গুলির উপর সালিশি করা হবে, সেগুলি একজন একক সালিশকারীর কাছে উল্লেখ করা হবে যেখানে ব্যক্তিগত দাবি ৫ মিলিয়ন রুপি অতিক্রম করে না বা দাবির মোট মূল্য ১৫ মিলিয়ন টাকা অতিক্রম করে না। উপরোক্ত সীমা(গুলি) অতিক্রম করলে, তিনজন সালিশকারী থাকবেন। এই উদ্দেশ্যে নিয়োগকর্তা প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা এবং পেশাদার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সালিশকারীদের একটি প্যানেল তৈরি করবেন যা চুক্তির ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত এবং কেবল ভারতের বাসিন্দা হবেন। একজন একক সালিশকারীর ক্ষেত্রে, প্যানেলে তিনজন সালিশকারী থাকবেন, যাদের মধ্যে ঠিকাদার একজন নির্বাচন করবেন। তিনজন সালিশকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তা পাঁচজনের একটি প্যানেল তৈরি করবেন। ঠিকাদার এবং নিয়োগকর্তা

	উভয়ই উপরোক্ত প্যানেল থেকে একজন করে সালিশকারী নির্বাচন করবেন এবং নির্বাচিত দুজন ব্যক্তি কেবলমাত্র উপরোক্ত প্যানেল থেকে তৃতীয় সালিশকারী নির্বাচন করবেন যিনি সালিশি প্যানেলের "সভাপতি সালিশকারী" হিসাবে কাজ করবেন। যদি কোনো বিরোধে, নিয়োগকর্তা প্যানেল মনোনীত করার ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে ঠিকাদার সালিশকারী নির্বাচন করতে ব্যর্থ হন, তবে নিয়োগকর্তা বিরোধের বিষয়ে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সালিশকারীদের একই প্যানেল থেকে একজন সালিশকারী মনোনীত করতে পারেন। যদি কোনো বিরোধে, নির্বাচিত দুজন সালিশকারী (সালিশি প্যানেলের ক্ষেত্রে) তাদের নিয়োগের ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে তৃতীয় সালিশকারী - সভাপতি সালিশকারী - নিয়োগ করতে ব্যর্থ হন, তবে নিয়োগকর্তা বিরোধের বিষয়ে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সালিশকারীদের একই প্যানেল থেকে তৃতীয় সালিশকারী মনোনীত করার জন্য ভারতীয় সালিশি কাউন্সিল, নয়াদিল্লিতে আবেদন করতে পারেন। কোনো পক্ষই উক্ত সালিশকারী/সালিশকারীদের সামনে কার্যধারায় সাইটের নিয়োগকর্তার প্রতিনিধির কাছে তার সিদ্ধান্ত পাওয়ার উদ্দেশ্যে পেশ করা প্রমাণ বা যুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পূর্বোক্ত বিধান অনুসারে নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত তাকে কোনো বিষয়ে সালিশকারী/সালিশকারীদের সামনে সাক্ষী হিসাবে ডাকা এবং সাক্ষ্য দেওয়া থেকে অযোগ্য করবে না, যা সালিশকারী/ সালিশকারীদের কাছে উল্লেখ করা বিরোধ বা পার্থক্যের সাথে প্রাসঙ্গিক। বিকল্প সালিশকারী - যদি কোনো কারণে কোনো সালিশকারী তার কার্য সম্পাদন করতে অক্ষম হন, তবে মূল সালিশকারীর মতোই একজন বিকল্প নিয়োগ করা হবে।
২০.৬ সালিশের স্থান, ভাষা এবং পুরস্কার	এই চুক্তির অধীনে যেকোনো সালিশি কার্যধারায়: (ক) কার্যধারা কেবলমাত্র ভারতের মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। (খ) ইংরেজি ভাষা সকল উদ্দেশ্যে সরকারি ভাষা হবে। (দ্রষ্টব্য: উভয় পক্ষের সম্মতিতে ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে)

	(গ) আরবিট্রেশন অ্যাওয়ার্ড চূড়ান্ত এবং সমস্ত পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং উপযুক্ত এখতিয়ারের যে কোনও আদালতে প্রয়োগযোগ্য হবে এবং পক্ষগুলি এতদ্বারা এই জাতীয় প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনাক্রম্যতার দাবির বিষয়ে যে কোনও আপত্তি মওকুফ করে। (ঘ) একাধিক সালিসকারীর সঙ্গে সালিস সংক্রান্ত কার্যধারায় সালিস ট্রাইব্যুনালের যে কোনও সিদ্ধান্ত তার সমস্ত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা নেওয়া হবে। (ঙ) বিবাদের ক্ষেত্রে দাবির মূল্য নির্বিশেষে সালিসকারীগণ সর্বদাই বিষয়ভিত্তিক ও যুক্তিসঙ্গত পুরস্কার প্রদান করবেন। (চ) যে ক্ষেত্রে সালিসী রায় অর্থ প্রদানের জন্য হয়, সেই ক্ষেত্রে রায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত কোনও সময়ের জন্য অর্থের সম্পূর্ণ বা কোনও অংশে কোনও সুদ প্রদেয় হবে না। (ছ) আর্বিট্রেশনের খরচ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ বহন করবে। এই খরচের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিয়োগকর্তা কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হার অনুযায়ী আর্বিট্রেটর (গণের) ফি-ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
২০.৭ আর্বিট্রেশন কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিধিমালা	আর্বিট্রেশন কার্যক্রম ভারতের আর্বিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬ দ্বারা পরিচালিত হবে, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত এবং রেফারেন্স প্রদানের সময় কার্যকর থাকা বিধানসমূহ সহ প্রযোজ্য হবে।
২০.৮ কাজের কোনো তদারকি নেই	আর্বিট্রেশনের কার্যক্রম চলমান থাকবে তা সত্ত্বেও যে কাজ বা সিস্টেম তখন সম্পন্ন হয়নি বা সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তবে শর্ত থাকে যে, কাজ চলাকালীন আর্বিট্রেশন পরিচালনার কারণে নিয়োগকর্তা বা নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি এবং ঠিকাদারের বাধ্যবাধকতা পরিবর্তন করা যাবে না। আর্বিট্রেশনের কারণে কোনো পক্ষই বিরোধপূর্ণ কাজ স্থগিত রাখার অধিকারী হবে না এবং চুক্তির শর্তানুসারে ঠিকাদারকে অর্থ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।

২০.৯ সময়ের সীমাবদ্ধতা	সাইটে নিয়োগকর্তার প্রতিনিধির সিদ্ধান্তের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কোনো বিরোধ বা মতপার্থক্য আর্বিট্রেশনে পাঠানো যাবে না (যদি সিদ্ধান্তটি বিজ্ঞাপিত হয়), অথবা সাইটে নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি উপ-ধারা ২০.২ এর বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে যে তারিখে তার সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা ছিল, সেই তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর আর্বিট্রেশনে রেফার করা যাবে না।

যেহেতু চুক্তির পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তাই মালয়েশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা স্কমি ইঞ্জিনিয়ারিং বিএইচডি-র সঙ্গে ভারতীয় সংস্থা মেসার্স লারসেন অ্যান্ড টুব্রো কনসোর্টিয়াম বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন দাবি করেছিল, যার জন্য কনসোর্টিয়াম এই আইনের ধারা ১ এর অধীনে এই আদালতে আবেদন করেছে, যেহেতু তাদের মতে, মালয়েশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা কর্পোরেট হওয়ার কারণে সালিসি চুক্তির পক্ষগুলির মধ্যে একটি সংস্থা কর্পোরেট হবে, যা ভারত ব্যতীত অন্য কোনও দেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আইনের ধারা ওয়াই (১) (১) কে আকর্ষণ করবে।

২. কনসোর্টিয়ামের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী গোপাল জৈন আমাদের এই চুক্তির মাধ্যমে নিয়ে গেছেন, যেখানে তিনি দৃঢ়ভাবে এই বিষয়টির উপর নির্ভর করেছেন যে, ভারতীয় সংস্থা এবং মালয়েশিয়ার সংস্থা, যদিও কনসোর্টিয়াম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে নিয়োগকর্তার কাছে দায়বদ্ধ। অভিজ্ঞ প্রবীণ পরামর্শদাতা এই বিষয়টির উপরও নির্ভর করেছেন যে, চুক্তির পুরো কাজ চলাকালীন পৃথক দাবি করা হয়েছে, যা মুম্বাই মেট্রোপলিটন অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এরপরে "এমএমআরডিএ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি আরও এই বিষয়টির উপর নির্ভর করেছেন যে, চুক্তির কার্যকারিতার সময় অন্ততপক্ষে তিনটি চিঠির মাধ্যমে দাবিগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাই, চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ধারা ২০.৪ (এরপরে "জিসিসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে সালিশ ধারা আহ্বান করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই, কারণ ধারা ২০.১ থেকে ২০.০৩ দ্বারা বর্ণিত পদ্ধতিটি ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

৩। অন্যদিকে, এম. এম. আর. ডি. এ-র পক্ষ থেকে উপস্থিত বিশিষ্ট জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান ভারতীয় কোম্পানি এবং মালয়েশিয়ার কোম্পানির মধ্যে তারিখের চুক্তির পাশাপাশি প্রকৃত কনসোর্টিয়াম চুক্তি -এর উপর নির্ভর করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে একটি অনিগমিত সমিতি এবং তাই, ধারা ২ (১) (চ) (iii)-এর অধীনে একটি সমিতি বা ব্যক্তি সংগঠন হিসাবে আসবে, যদি কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ভারত ব্যতীত অন্য যে কোনও দেশে প্রয়োগ করা হয়। তিনি এই বিষয়টির উপরও ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন যে কনসোর্টিয়ামে প্রধান অংশীদার হল ভারতীয় সংস্থা এবং কনসোর্টিয়ামের কার্যালয় মুম্বাইয়ের ওয়াদালায় রয়েছে, তাই এটি স্পষ্ট করে যে, আইনের ধারা ২ (১) (১)-এর উপ-ধারা (iii) প্রযোজ্য হবে না কারণ এটি স্পষ্ট যে কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, যা উক্ত উপ-ধারা দ্বারা পরিকল্পিত, ভারতের বাইরে কোনও দেশে প্রয়োগ করা হবে না।

একই পক্ষের মধ্যে বোম্বে হাইকোর্টের ২ নম্বর তারিখের একটি আদেশের উপরও তিনি দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছেন, যেখানে ১ নম্বর তারিখের একটি অন্তর্বর্তীকালীন রায়কে বিরোধিতা করা হয়েছিল, যা একই চুক্তির ফলে একই পক্ষের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। এই আদেশটি লার্নড আরবিট্রেটরদের অন্তর্বর্তীকালীন রায়কে বহাল রেখে বলেছে যে সেই মামলায় যে নির্দিষ্ট দাবি করা হয়েছিল তা কেবল একটি কনসোর্টিয়াম হিসাবে করা যেতে পারে এবং পৃথকভাবে দুটি সত্তা হিসাবে নয়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে এই আদেশটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে কারণ আবেদনকারী এটিকে এই আদালতে বিরোধিতা করেননি। ১ থেকে ২০.৩ ধারার অধীনে প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে জিসিসি-র ২০.৪ ধারার বিষয়ে গোপাল জৈনের জমা দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি উত্তরদাতার লেখা একটি চিঠির উপর নির্ভর করেছিলেন, যেখানে শ্রী জৈনের দ্বারা উল্লিখিত বিভিন্ন অস্বীকারের কথা উল্লেখ করার পরে, শ্রী জৈনের মক্কেলের কাছ থেকে আরও তথ্য এবং উপাদানের অনুরোধ করা হয়েছিল। এই জাতীয় উপাদান সরাসরি সরবরাহ করার পরিবর্তে, শ্রী জৈনের মক্কেলের দ্বারা ০১.০৭.২০১৬ তারিখের সালিশ আহ্বানকারী একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। উত্তরদাতা, ২০.০৮.২০১৬ তারিখের উত্তরে তার অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন যে ২০.১ থেকে ২০.৩ ধারা এখনও শেষ হয়নি, এবং তাই, ০৮.০৯.২০১৬-এ সালিশের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

৪. ০৯.০১.২০০৯ তারিখের চুক্তিটি (১) এমএমআরডিএ এবং (২) একটি কনসোর্টিয়ামের মধ্যে রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে (ক) এলঅ্যান্ডটি, একটি ভারতীয় সংস্থা এবং (খ) মেসার্স স্কোমি ইঞ্জিনিয়ারিং বিএইচডি, একটি মালয়েশিয়ান সংস্থা। এটি সত্য যে তাদের প্রত্যেকে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে নিয়োগকর্তার কাছে দায়বদ্ধ, সম্মিলিতভাবে "ঠিকাদার" হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৫. চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর অধীনে, ১.১.২.৩ ধারায় "ঠিকাদার"-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার অর্থ একজন ব্যক্তি, সংস্থা, সংস্থা, কর্পোরেশন, যৌথ উদ্যোগ বা কনসোর্টিয়াম, অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক,

"দরদাতা"-কে ধারা ১-এর অধীনেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ১.২.১০ মানে একজন ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি, কর্পোরেশন, জয়েন্ট ভেঞ্চার বা কনসোর্টিয়াম যা একটি দরপত্র জমা দিতে পারে। যা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে চুক্তিটি নিয়োগকর্তা, যেমন, এমএমআরডিএ এবং উপ-ধারা (এ) এবং (বি) শিরোনামে ঠিকাদার দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল যেখানে এলঅ্যান্ডটি ইন্ডিয়া * এ 'হিসাবে স্বাক্ষর করেছে এবং স্কোমি ইঞ্জিনিয়ারিং বিএইচডি "বি" হিসাবে স্বাক্ষর করেছে। যখন আমরা ভারতীয় কোম্পানি এবং 'মালয়েশিয়ান কোম্পানি'-এর মধ্যে যে কনসোর্টিয়াম চুক্তিতে প্রবেশ করি, তখন আমরা সংজ্ঞার এই ধারায় দেখতে পাই যে, 'কনসোর্টিয়াম'-এর অর্থ হবে এলঅ্যান্ডটি এবং স্কোমি ইঞ্জিনিয়ারিং বিএইচডি, এই চুক্তির উদ্দেশ্যে সহযোগিতায় কাজ করবে এবং এটিকে 'এলঅ্যান্ডটি-এসইবি কনসোর্টিয়াম' অনিগমিত বলা হবে। চুক্তিটিকে উপ-ধারা ৬-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যার অর্থ হল, "প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগকর্তার সাথে কনসোর্টিয়াম দ্বারা যে চুক্তি করা হবে"। উপ-ধারা ৭-এর অধীনে, "কনসোর্টিয়ামের প্রধান সদস্য" বা "কনসোর্টিয়াম লিডার"-এর অর্থ হবে এলঅ্যান্ডটি, অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানি। উপ-ধারা ৮-এর অধীনে, "সুপারভাইজারি বোর্ড" (এরপরে "এসবি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) মানে জিসিসির ১১ ধারার অধীনে গঠিত একটি বোর্ড। যখন আমরা ধারা ১১.২-এ আসি, তখন এটি স্পষ্ট যে এই সুপারভাইজারি বোর্ডের সদস্যরা চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে, প্রত্যেক সদস্যের দ্বারা দুজন করে নিযুক্ত করা হবে। কনসোর্টিয়াম লিডার দ্বারা মনোনীত এবং সমস্ত সদস্যদের দ্বারা সম্মত সদস্যদের মধ্যে একজন সুপারভাইজারি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করবেন, যা ১১.৫ ধারা দ্বারা চুক্তি সম্পাদনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। ২১.১ (জি) ধারায় বলা হয়েছে যে কনসোর্টিয়াম নেতা সমস্ত সালিশ কার্যধারার নেতৃত্ব দেবেন।

৬. শ্রী জৈন সঠিকভাবে যেমন উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় কোম্পানি এবং মালয়েশিয়ার কোম্পানি পৃথক দাবি করেছিল যা উত্তরদাতার দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, ২২.০৪.২০১৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, উত্তরদাতা এই বিভিন্ন প্রত্যাখ্যান পত্রগুলির উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে "বিলম্বিত ঘটনাগুলির" তালিকার সমর্থনে নথিগুলি এখনও দেওয়া হয়নি, এবং তাই, কিছু পর্যবেক্ষণের প্রতিক্রিয়ায়, দাবির সমর্থনে সমস্ত নথি সহ প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ব্যাখ্যা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল।

০১.০৭.২০১৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, কনসোর্টিয়াম এই চিঠির জবাব দেওয়ার পরিবর্তে সালিশ আহ্বান করে, উল্লেখ করে যে, অন্তর্বর্তীকালীন দাবিগুলি ইতিমধ্যে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ইতিমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে, যার ফলস্বরূপ, ধারা ২০.৪-এর পর্যায়টি এসে পৌঁছেছে। এর উত্তর দেওয়া হয়েছিল ২০.০৮.২০১৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে যেখানে উত্তরদাতা তার অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন যে প্রতিকারগুলি

ধারা ২০.৩-এর অধীনে প্রদত্ত বিষয়টি এখনও শেষ হয়নি, এবং তাই, একজন সালিসকারী নিয়োগের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ০৮.০৯.২০১৬-এ, সালিশ আহ্বানকারী নোটিশের উত্তরদাতা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন।

৭. এই পর্যায়ে, ২০.১০.২০১৬ তারিখে বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশের উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যা, আগেই বলা হয়েছে, একই চুক্তির অধীনে একই পক্ষগুলোর মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে। একই চুক্তির অধীনে বিভিন্ন দাবির বিষয়ে আর্বিট্রেটরদের দ্বারা প্রদত্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন রায় (Interim Award) এটি স্পষ্ট করেছিল যে, শ্রী জৈনের মক্কেলের দাবি অনুযায়ী আলাদাভাবে নয়, বরং দাবিটি শুধুমাত্র কনসোর্টিয়ামের নামেই দাখিল করা যেতে পারে। এই বিষয়ে গঠিত প্রাথমিক বিষয়টি ছিল "দাবিদারগণ কি দাবিদার নং ১ এবং দাবিদার নং ২ হিসেবে এই দাবি দাখিল করার অধিকারী নাকি শুধুমাত্র এলএন্ডটি এবং স্কোমি ইঞ্জিনিয়ারিং বিএইচডি-র কনসোর্টিয়াম হিসেবে?" বোম্বে হাইকোর্ট আর্বিট্রেটরদের অন্তর্বর্তীকালীন রায়ের সাথে একমত পোষণ করেন এবং নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন:

> "৮. চুক্তির শর্তাবলী এবং জনাব আনখাদের দ্বারা উদ্ধৃত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে, আমার মতে, বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, আবেদনকারীদের পক্ষে উত্তরদাতার সাথে লেনদেন করার সময় তাদের স্বাধীন পরিচয়ের উপর নির্ভর করা উন্মুক্ত নয় এবং তাদের কেবল একটি কনসোর্টিয়াম হিসাবে উত্তরদাতার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। অতএব, বিতর্কিত আদেশে কোনও দুর্বলতা নেই। একই কারণে, দায়ের করা বর্তমান পিটিশনটিও রক্ষণযোগ্য হবে না। অতএব, এটি খারিজ করা হয়।"

৮. শ্রী গোপাল জৈন এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি যে, এই রায় চূড়ান্ত আন্তঃপক্ষীয় ছিল কারণ কোনও আপিল করা হয়নি। অতএব, এই সত্যের উপর জোর দেওয়া যে এটি কেবল "এই দাবির" সাথে সম্পর্কিত এবং তাই সালিশ ধারার অধীনে ভিন্ন দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, এমন কোনও যুক্তি নয় যা আমাদের কাছে আবেদন করে।

৯. এটা স্পষ্ট যে, বম্বে হাইকোর্টের রায় এবং যা আন্তঃপক্ষগুলিকে বাধ্যতামূলক করে, তাতে বলা হয়েছে যে, আবেদনকারীর পক্ষে উত্তরদাতার সাথে লেনদেন করার সময় স্বাধীন সত্তা হিসাবে তাদের মর্যাদার উপর নির্ভর করার সুযোগ নেই এবং তাদের উত্তরদাতার সাথে কেবল একটি কনসোর্টিয়াম হিসাবে লেনদেন করতে হবে।

১০। এই ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে ধারা ২ (১) (চ) (৩)-এ উল্লিখিত অনিগমিত "সমিতি"-র প্রতি আকৃষ্ট হবে

এই মামলার তথ্য এবং ধারা ২ (১) (চ) (২) নয়, মালয়েশিয়ার সংস্থা হিসাবে বোম্বে হাইকোর্টের রায়ের পরে একটি স্বাধীন সত্তা হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে না।

১১. এই আইনের ধারা ২ (১) (চ) (৩)-এ দুটি পৃথক গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছেঃ একটি "সমিতি" পৃথক এবং "ব্যক্তি গোষ্ঠী" থেকে পৃথক। উদাহরণস্বরূপ, আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ২ (৩১)-এর অধীনে, "ব্যক্তি"-কে উপ-ধারা (v)-এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ব্যক্তিদের একটি সমিতি বা ব্যক্তিদের সংস্থা, তা সে অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক। এই অর্থে, একটি সমিতি ২ (১) (চ) (৩) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যা তাই দুই বা ততোধিক কর্পোরেট সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি কনসোর্টিয়ামকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যার মধ্যে কমপক্ষে একটি ভারত ব্যতীত অন্য কোনও দেশে অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা।

১২. উপরন্তু, "একটি কোম্পানি বা" অভিব্যক্তিটি যা মূলত ধারা ২ (১) (চ) (iii) এর শুরুতে ছিল, ২০১৬ সালের ৩য় আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছিল। এই কারণেই টিডিএম ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউই ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮) ১৪ এসসিসি ২৭১-এ এই আদালতের রায়ে বলা হয়েছে যে আইনের ধারা ২ (১) (চ) (iii)-এ "একটি কোম্পানি বা" অভিব্যক্তিটি সম্ভবত ভারতে নিবন্ধিত এবং অন্তর্ভুক্ত কোনও কোম্পানিকে বোঝাতে পারে না যা ভারতের বাইরে কোনও দেশে ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। আদালত বলেছেঃ

> "২০, বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দেখান যে, ১৯৯৬ সালের আইনের ২ (১) (চ) ধারার" বা "অসামঞ্জস্যপূর্ণ" উপ-ধারা (iii) শব্দটি এমন একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে উপ-ধারা (ii) প্রযোজ্য হবে না। আমরা একমত নই। উপ-ধারা (iii)-এর আশ্রয় নেওয়ার প্রশ্নটি কেবল এমন একটি ক্ষেত্রে কার্যকর হবে যেখানে উপ-ধারা (ii) অন্যথায় সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হয় না এবং যেখানে বাদ দেওয়ার ধারার কারণে কোনও চুক্তিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করার বিষয়টি তার সংজ্ঞার আওতার বাইরে যায়। একবার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলে যে, উভয় সংস্থা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এইভাবে তারা ভারতে বসবাস করছে, তাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে যে সালিশ চুক্তি হয়েছে তা একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ চুক্তি হবে না এবং এইভাবে, ধারা ২ (১) (চ)-এর উপ-ধারা (৩)-এর প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না।

২০১৪ সালের আগস্টের ২৪৬ নং আইন কমিশনের প্রতিবেদন, যা সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর বেশ কয়েকটি সংশোধনী এনেছে, "একটি সংস্থা বা" শব্দগুলি মুছে ফেলার জন্য নিম্নলিখিত কারণ দিয়েছেঃ

"(ii) উপ-ধারা (১), ধারা (চ), উপ-ধারা (iii)," "একটি সংস্থা" "বা" "শব্দের আগে" "একটি সমিতি বা ব্যক্তিদের একটি সংস্থা শব্দগুলি মুছে ফেলুন।"

[দ্রষ্টব্যঃ উপ-ধারা (iii)-এ "একটি কোম্পানি"-র উল্লেখটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ এটি ইতিমধ্যেই উপ-ধারা (ii)-এর আওতায় রয়েছে। উদ্দেশ্য হল কোনও সংস্থার বাসস্থান নির্ধারণ করা তার অন্তর্ভুক্তির স্থানের উপর ভিত্তি করে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা/নিয়ন্ত্রণের স্থানের উপর নয়। এটি টি. ডি. এম-এ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত "অন্তর্ভুক্তির স্থান" নীতিটিকে আরও জোরদার করে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউ. ই. ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, (২০০৮) ১৪ এস. সি. সি ২৭১, এবং সংস্থাপনের ভিন্ন স্থান এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের অনুশীলনের স্থান থাকা সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে আরও বেশি নিশ্চয়তা যোগ করে।

এটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, "একটি সংস্থা বা" অভিব্যক্তিটি মুছে ফেলার আগে, ধারা ২ (১) (চ) (৩)-এ উল্লিখিত পৃথক এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে উল্লিখিত ব্যক্তিদের তিনটি সেট ছিল যারা উক্ত উপ-ধারার মধ্যে পড়বে। আইন কমিশন প্রদত্ত কারণে "একটি সংস্থা বা" বাক্যাংশটি মুছে ফেলার কারণে এটি পরিবর্তিত হয় না। এটি আরও একটি কারণ যে কেন "একটি সমিতি" কে "ব্যক্তিদের সমষ্টি" দিয়ে পড়া যায় না যা এটি অনুসরণ করে তবে এটি নিজেই একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র বিভাগ, যা উপরে উল্লিখিত আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত "ব্যক্তি" এর সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়।

১৩. এই ক্ষেত্রে, শ্রী দিওয়ানের সঠিক যুক্তি অনুসারে, ভারতীয় সংস্থা হল প্রধান অংশীদার এবং কনসোর্টিয়াম চুক্তির অধীনে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক পর্ষদ স্পষ্ট করে যে প্রধান অংশীদার প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে নির্ণায়ক কণ্ঠস্বর রয়েছে যে এটি উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নিয়োগ করে (নিঃসন্দেহে, অন্যান্য সদস্যদের সম্মতিতে); এবং কনসোর্টিয়ামের কার্যালয় মুম্বাইয়ের ওয়াদালায় রয়েছে এবং প্রধান সদস্য সালিশ প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেবেন, এই বিষয়টি এই সত্যের দিকে ইঙ্গিত করবে যে এই কনসোর্টিয়ামের কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ভারতে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে হয় এবং কোনও বিদেশী দেশে নয়।

১৪, এই ক্ষেত্রে, আমরা আইনের ১১ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনটি খারিজ করি, কারণ আবেদনকারীর এই আদালতে আসার জন্য আইনের ২ (১) (চ) ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত কোনও "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ" নেই। সালিশ আহ্বানের উপযুক্ত পর্যায়ে এখনও পৌঁছেছে কিনা তাও আমরা দেখার প্রয়োজন মনে করি না।

১৫. পূর্বোক্ত শর্তে সালিশ আবেদন খারিজ করা হয়।

১৬. আবেদনকারীর পক্ষে এই ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক আদালতে যাওয়ার সুযোগ থাকবে যে এটি কোনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের মামলা নয়।

অঙ্কিত জ্ঞান আরবিট্রেশন পিটিশন খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar